নিরামিষ ভোজন সম্পর্কে মহাগুরু-মহাসূফী রমিজের মতবাদ

স্রষ্টা তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে অতি উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা স্রেষ্ট জাতী হিসেবে (আশরাফুল মাখলুকাত) সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সাথে আল্লাহর (স্রষ্টার) গভীর সম্পর্ক ও মমত্ব বোধের বিষয়ে হাদীসে কদ্‌সী-তে তিনি নিজেই এরশাদ করেন,

"আল্ ইন্‌ছানু সিররী ওয়া আনা সির্‌রুহু।"

অর্থঃ মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য।

এখানে, রহস্য বলতে বুঝায়- **দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য**। তাহলে স্রষ্টা মানুষকে (আদমকে) এতই পবিত্র ও সুন্দর গুনাবলী দিয়ে তাঁর নিজ ছুরতে এবং পছন্দমতে সৃষ্টি করেছেন, যে কারনে মানুষ তাঁর অতি কাছাকাছি চলেগেছে।

সৃষিটির এ সেরা মানব জাতির সাথে স্রষ্টার অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে যে প্রভেদ তা হচ্ছে বিবেক। আর মুক্ত ও সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী যে বেক্তি জাতি ধর্ম নিরবিশেষে মানব সহ সকল প্রাণীকে ভালবাসতে পারেন তিনিই হচ্ছেন একজন ধার্মীক ও মহামানব। তাই, গুরুরমিজের মতে বিবেকশাস্ত্র মতে কোন প্রাণীকেই হত্যা করতঃ ইহার মাংস ভক্ষন করা সমীচীন নয়। কারন ***"সকল প্রণীই স্রষ্টার পরিজন"***। তাই, প্রাণী হত্যা করতঃ ইহার মাংস ভক্ষন করা বিবেক সম্মত হতে পারেনা।

গুরু রমিজ জীব বা প্রাণীর মাংস ভক্ষন না করে নিরামিষ ভোজনের জন্য তাঁর ভক্তদের আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন। গুরু রমিজ কর্মবাদ ও পূনঃজন্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে পশুমাংস ভক্ষন করতে করতে মানুষের আত্মা ক্রমে ক্রমে পশুর স্বভাব ধারন করতঃ পশুর হিংস্র স্বভাবে পরিণত হয়। পরজন্মে উক্ত স্বভাবের আত্মা পশুদেহ ধারন করে পশুতে জন্ম নিয়ে দেহান্তরিত হয়।

গুরু রমিজের মতে, জীবে দয়া না থাকলে কেহ আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করতে পরেন না। এমনকি প্রাণী হত্যা করে মানবের মুক্তি ও কল্যানের কামনাও করা যায় না। গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় নিজেই বলেন,- ***"কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য,***

জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।"

পুন্য লাভের আশাঁয় কাবা শরীফে গমন করে উহার আওতাভুক্ত স্থানে কোন প্রকার প্রাণী হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহা গুরু রমিজ সারা জীবন জীব হত্যা না করে নিজ দেহকে কাবা শরীফে রূপান্তরিত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

গুরু রমিজ আজীবন নিরামিষ ভোজন করে সংযম পালন করতঃ স্রষ্টার আরাধনায় লিপ্ত থাকার জন্য তাঁর পন্থিদের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর অনুশারীগণ কর্মফল, কর্মবাদ, পুনঃজন্মবাদ এবং মহাগুরু রমিজের আধ্যাত্মিক উপদেশকে স্মরণ রেখেই মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য আজীবন অবিরত নিরামিষ ভক্ষন করে থাকেন।